Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Joya Goyalar 'Deyal' Upanayase Loksamajer Antarboyan
জয়া গোয়ালার 'দেয়াল' উপন্যাসে লোকসমাজের অন্তর্বয়ন

Binapani Chanda
Assistant Professor, Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Tripura

Abstract

This paper discusses about Bengali Upanays of Tripura and then moves to present various aspects of the Novel "Deyal", written by Jaya Gowala.

Keywords: Jaya Gowala, Bengali Upanays, Deyal, Tripura.

Article

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ছোট্ট রাজ্য আরণ্যক ত্রিপুরা। সীমানায় ক্ষুদ্র হলেও কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাচুর্যে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই ত্রিপুরা। ১৯৪৭ খ্রি. দেশভাগ অখণ্ড বাংলা তথা বাঙালি জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। দেশভাগের ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গের অসংখ্য হিন্দু-বাঙালি ত্রিপুরা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নিয়েছিল। সমতলভূমি ছাড়িয়ে জনপ্লাবন ধীরে ধীরে পার্বত্য ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এভাবেই এক মিশ্র সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠেছিল।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে যে সাহিত্যচর্চার অনুশীলন ঘটেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে একবিংশ শতাব্দিতে এই ধারা আরও বেগবান ও গতিশীলতার রূপ পায়। ত্রিপুরার কথাসাহিত্যে তাই স্বভাবতোই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের সুস্পষ্ট পদচারণ, তাদের আঞ্চলিক সমস্যা, উগ্রপন্থীদের রক্তাক্ষয়ী কার্যকলাপ প্রভৃতি সাবলীল রূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কৌম রাজনীতি, গ্রাম ও নগরের বিচিত্র সহাবস্থান ও নতুন সময়ে নগরের বিচিত্র সহাবস্থানের সমান্তরাল উপস্থিতি। একবিংশ শতাব্দিতে মানবীয় সংকট, পারস্পরিক সহায়তার মনোবৃত্তি হ্রাস --- আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রচলিত বঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ, ত্রিপুরা সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মেলবন্ধন আত্মীকরণ ঘটেছে ত্রিপুরার কথাসাহিত্যের মধ্যে।

'দেয়াল ' ("অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ", ২০০৩)

ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে জয়া গোয়ালা অনন্য।শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক রূপে জয়া গোয়ালা সর্বজন পরিচিতি একক ব্যক্তিত্ব। নিম্নবর্গের ত্রিপুরায় বসবাসকারী মানুষজন তাঁর সৃষ্টজগতের কান্ডারী। শ্রমিক-মজুরদের জীবনযাপন এবং তাদের দুঃখ-সুখাশ্রয়ী জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় উপজীব্য।

জয়া গোয়ালার নাতিদীর্ঘ উপন্যাস 'দোয়াল'**১** ত্রিপুরায় বসবাসকারী চা-বাগিচার জনপদ এই উপন্যাসে ওঠে এসেছে। এই ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষের আগমন ঘটে এই পার্বত্য রাজ্যে, শ্রমিক হিসেবে--- বাঁচার তাগিদে। তাই ত্রিপুরার প্রত্যন্ত চা-বাগানে কাজ করা, খেঁটে-খাওয়া মানুষদের জীবনপঞ্জি স্থান পেয়েছে লেখিকার কথাসাহিত্যে। তিনি চা-শ্রমিকদের কথ্যভাষা 'ছিলোমিলো'-কে বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অভিনবরূপে। তিনিই 'ছিলোমিলো'-র সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, অভূতপূর্ব নতুন গদ্যভাষার জন্ম দিয়েছেন — যা ত্রিপুরার বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসরকে সুবিস্তৃত ও সুপরিণত করেছেন। ফলত ওড়িয়া, ভোজপুরী, হিন্দি, সাঁওতালি, বাংলা প্রভৃতি ভাষাসমূহ মিলেমিশে একটি খিঁচুড়ি ভাষা তৈরি হয়ে গেছে, সেটিই হচ্ছে 'ছিলোমিলো'। তাছাড়া বাগানগুলোর চারপাশের মানুষজন, যাদের সঙ্গে হাটবাজার, হাসপাতাল, সরকারী অফিস প্রভৃতি কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে এই 'লোকভাষা'- র উদ্ভব। ত্রিপুরার চা-বাগিচা শ্রমিকদের কাছে এই ভাষাটিই তাদের মাতৃভাষা। রণজিৎ-এর ('দেয়াল'- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র)জবানীতে লেখিকার স্বীকারোক্তি--

" ভারতের ভিন্ ভিন্ রাজ্য থেকে চালান হয়ে আসা এই মানুষগুলোই এখানে হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত।তাদের মধ্যে যে ভাষাটি সবচে' বেশী চলে, সেটা এই ছিলোমিলোই। যদিও আমাদের আসল ভাষাটা মুণ্ডারি। তবুও ছিলোমিলো-ই আমার মা। মায়ের বুকের দুধ"**২**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখিকা জয়া গোয়ালার বেড়ে ওঠা এই পাহাড়ি জনপদে। চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকজীবনের বাস্তবচিত্র লেখিকার কলমের আঁচে জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। 'দেয়াল' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজিৎ মুন্ডা, যার জন্ম চা-বাগানে, রণখলা-য়। চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকের দম্পতির সন্তান রণজিৎ।'মায়ের পাতা তোলা, বাবার কোদাল মারা-র তলপে' রণজিৎ আগরতলা শহরে কর্মরত। চা-বাগিচার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ, জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একে কেন্দ্র করেই শ্রমিক পরিবারের জীবনধারণ, তাদের টিকে থাকার একমাত্র সম্বল, নায়কের জবানীতে লেখিকার উক্তি —

"এই ছোট্টটি থেকে, যখন হাফ প্যান্ট-এ বোতাম লাগাতে শিখিনি, তখন থেকেই জানি আমার গায়ে একটি বিশেষ গন্ধ। ক্লাসমেটরা বলত। সবসময় থাকে গন্ধটা, এখনও আছে। অরিফ্লেমের গন্ধও এখানে মার খেয়ে যায়।সে গন্ধ হলো চা গাছের।"**৩**

বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ছিলোমিলো। যদিও পূর্বপুরুষগত ভাবে, তাদের ভাষা মুন্ডারি। কিন্তু ত্রিপুরার এই বিস্তীর্ণ পরিসরে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংমিশ্রণে তাদের ভাষা গ্রহণ –বর্জনের মাধ্যমে এই লোকভাষার উদ্ভব,যার নাম ছিলোমিলো। যে ভাষায় তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা, ব্যবহারিক কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। উপন্যাসে রণজিতের বাবা-মার মুখে এই ভাষার প্রয়োগ লক্ষিত----

"হামার রাজা বেটা, আয়, লামে আয় গাছ লে। এই দ্যাখ কত্তটা লেবেনচুষ। তর লাগি সব। এই দ্যাখ শ্লেট পিনচিল—আয় বাপ, সনা বাপ হামার।"৪

তাদের ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার প্রভেদও বর্তমান। যেমন- সাঁজের কালো চুনরিটাকে ছিলোমিলো ভাষায় বলা হয় 'মাছি-আনধার'। রিক্সাওয়ালার ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্ট---

"দেখলানি হালার ফকিরটারে, পাচ ট্যাহা দেয়- য্যান্ ভিক্ষা দিতাছে। কোন্খানে থেইক্যা উচ্ছস মন নাই? রিক্সাত্ উঠছস্ নি কোনুদিন্? দেখছনি কী তক্ক বেডার। তুমি যদি লগে লগে না কইতা, তাহলে হেই পাচ ট্যাহাই দিত। শুয়রের বাচ্চা।"৫

আবার আগরতলায় বসবাসকারী মানুষদের মুখের ভাষাও লেখিকার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি—

"এই চিনি বেশি, দুধ বেশি, লিকারটাও বেশি, জলদি দে, এই পোলা। আরেকটা টিপ এক্ষণও ধরণ লাগব। জলদি।"৬

উপন্যাসের ৩৭ পৃষ্ঠায় রণজিতের মানসপটে ওঠে আসে মায়ের মুখে শোনা ঘুমপাড়ানি নিম্নোক্ত গানটি---

"হীর গঞ্জের পাহাড়ে

কার ছেইল্যা কান্দেরে, হীরগঞ্জের পাহাড়ে,

আরে, ডাবুক ডুবুক—

ছেইল্যাবড় মায়া লাগেরে।

ডাবুক ডুবুক।"৭

রণজিতের পাড়ার রিক্সাওয়ালা সুবলের মা, তিনি ভালো লোক হওয়া সত্বেও,তার একটি মাত্র দোষ যে তিনি বেশি কথা বলেন তার সঙ্গে মুখটা একটু খারাপ। তাই লোকে বলে 'ইস্তিরি করা'। লোকসমাজে ব্যবহারকারী লোকউপাদান সমূহ লোকসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লোকবাদ্যযন্ত্র যেমন, মান্দাল, ধামসার,ঢিঢিগা ঢিচা নাচ এবং লোকসঙ্গীতের আবহও ভেসে ওঠেছে উপন্যাসের অবয়বে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রণজিৎ মুন্ডা তাঁর ছোটবেলাকার জীবনে ফিরে যাওয়ার আকুতি ব্যক্ত হয়েছে—

"রদবদিয়ে চলে যাচ্ছ কেন বাবা? যেওনা। এই মাছি আনধার সাঁঝে সত্যিই নিশান্তের রক্তভোর আলো দেখছি- আমি বাঁচবো গো বাবা....।"**৮**

আশাবাদ জাগিয়ে রেখে লেখিকা তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন। জয়া গোয়ালার 'দেয়াল' উপন্যাসটি ত্রিপুরার বাংলাসাহিত্যের একটি অসামান্য সৃষ্টি। আর উক্ত উপন্যাসটির মধ্যে ত্রিপুরার লোকসমাজের অন্তর্বয়ন পরোক্ষভাবে ওঠে এসেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. জয়া গোয়ালা,"অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ", অক্ষর পাবলিকেশানস্, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, আগরগলা, ত্রিপুরা।

২. তদেব, পৃ. ২৮

৩. তদেব, পৃ. ১২

৪.তদেব, পৃ. ১৬

৫. তদেব, পৃ. ২৪

৬. তদেব, পৃ. ২৪

৭. তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮

৮. তদেব, পৃ. ৭১

গ্রন্থপঞ্জি

১. গোয়ালা জয়া, 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ', অক্ষর পাবলিকেশানস্, আগরতলা, ত্রিপুরা , প্রথম প্রকাশ ২০০৩, আগরতলা, ত্রিপুরা।

২. দাশ নির্মল ও দত্ত রমাপ্রসাদ, 'শতাব্দীর ত্রিপুরা', অক্ষর পাবলিকেশানস্, আগরতলা, ত্রিপুরা , প্রথম প্রকাশ ২০০৫, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩. দাশ নির্মল, 'ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', অক্ষর পাবলিকেশানস্, আগরতলা, ত্রিপুরা , প্রথম প্রকাশ ২০০৩, আগরতলা, ত্রিপুরা।